মন মানুষ মর্ত

শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মা

বেলা অবেলা প্রকাশন

ব্লক-পি ৭০১এ/১ নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩

প্রথম প্রকাশ
শরৎ/১৩৬৭

প্রকাশিকা :
গীতা ভট্টাচার্য

বেলা অবেলা প্রকাশন :
ব্লক-পি ৭০১এ/২ নিউ আলিপুর
কলকাতা-৫৩

মুদ্রক :
লিরা এণ্ড কোং
৬ এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলকাতা-২৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
মনোজ চক্রবর্তী

আধুনিক কবিতার পাঠকদের
উদ্দেশে —

সূচীপত্র :

কবি জীবনানন্দ স্মরণে

নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত আর নির্জনতাবিলাসী হে কবি,
যেন আত্মগোপনের বিনীত চেষ্টায় তুমি ছিলে
কোনো এক দূর দ্বীপে। ধ্যান চোখে দেখেছো নিখিলে-
উটের গ্রীবার মতো আদিগন্ত বিষাদের ছবি।
বাদুড়ের তীক্ষ্ণ কান, পশুদের ঘ্রাণশক্তি নিয়ে
মানুষ, পশু ও কীটে খুঁজেছিলে অজ্ঞাত জীবন,
খোঁজোনি ঈশ্বর ধ্যানে। শব্দসূত্রে বিচিত্র সীবন---
কবিতা স্নায়ুর শিল্প, বানালে তা ইন্দ্রিয় শানিয়ে।

শহর, সভ্যতা, যন্ত্র, অস্থির পেট্রোলঝাড়া বাস
তোমাকে করেনি মুগ্ধ। তাই কি গাড়ল এক ট্রাম
তোমাকে দলিত ক'রে খুঁজেছিলো যান্ত্রিক আরাম ?
নির্বোধ নিষ্ঠুর ক্ষিপ্র যন্ত্রদানবের নাগপাশ।
তাই তুমি চেয়েছিলে ঘাসেদের নিশ্চিন্ত জীবন,
সবুজ ঘাসের দেশে রয়েছো কি লুকিয়ে এখন ?

বৃক্ষ যেন দুঃখের স্পন্দন

মাটির মায়ায় বাঁধা বাক্যহীন বৃক্ষের ক্রন্দন
হৃদয় বিদীর্ণ করে। বৃক্ষের বিক্ষত সারা দেহ।
শাখা মূল পত্রগুচ্ছ ছায়ায় আশ্রিত জন কেহ
খুশি ও খেয়ালে ছেঁড়ে। বৃক্ষ যেন দুঃখের স্পন্দন।
শাখায় আশ্রিত পাখি তাকে দেয় বিষ্ঠা উপহার,
তবু তার ভালোবাসা প্রস্ফুটিত পুষ্প হয় ডালে,
নিঃসৃত নির্যাসটুকু ফল হয়ে মধুরস ঢালে,
মানুষের প্রয়োজনে কখনো সে অগ্নির আহার।

মানুষের মন যেন বিষমবাহুর বহুভুজ,
মর্মাহত বৃক্ষ জানে, দিকে দিকে বিশ্বাসঘাতক।
সহিষ্ণুতা মার খায়, ভালোবাসা জড়িত বিপাকে,
নির্দোষ নিঃসঙ্গ বৃক্ষে ঝরে ঝরে পড়ে রক্তপুঁজ।
এখানে কেবল বাঁচে ধুরন্ধর ধৃষ্ট পলাতক,
অতি সৎ অন্ধ হয়, শয়তান সোচ্চার দেমাকে।

জনৈক প্রবীণ শিল্পীর উক্তি

প্রমত্ত যৌবনে একদিন
ভাঙ্গতে চাইলাম
প্রবীণের জরাজীর্ণ প্রাচীন সৃষ্টিকে।
শাবল কোদাল ছেনি হাতুড়িতে
অনেক ভাঙ্গলাম,
পুরণোকে করেছি ফতুরই।
তারপর গড়া।
রঙ্ আর তুলি নিয়ে
মননে চিন্তায় ধ্যানে
অনেক গড়লাম।
এইভাবে গড়তে গড়তে
সহসা দেখলাম—
আমারও সৃষ্টির সামনে
উদ্ধত ও অসংযত নবীনের শক্ত হাতে
উদ্যত হাতুড়ি।

অসৎ বিষয়ীর দর্শন চিন্তা

সব প্রাণ যমের হাতেই,
সব রাস্তা রোমের দিকেই।
কামিনী কাঞ্চন বাড়ি গাড়ি—
এসবের লালসায়
তবে কেন ব্যস্ত অনেকেই ?
মনের ভিতরে এই প্রশ্ন নিয়ে
ভাবতে ভাবতে
অকস্মাৎ দেখি—
কোনো এক গুণ্ডা বদমাস
মেরে গেছে পকেট আমার।
উড়ে গেলো সমস্ত দর্শন চিন্তা
দর্শনিকের মাথা হেঁট।
আপাতত দশটা টাকার শোকে
মর্মাহত দার্শনিক আমি—
সামান্য পকেটমারের হাতে চিট্,
টাকাটা জমাতে হায়
কতোদিন ট্রামে বাসে কাটিনি টিকিট!

পথ চলা

তপস্যা আপাততিক্ত রিক্ততার আস্বাদনবাহী,
একটি বছর যেন একযুগ তপস্যার কাছে।
তপস্যার পরিণতি : সিদ্ধি মুক্তি প্রাপ্তিযোগ আছে,
কুঁড়ি তপস্যার ফুল, ফুল তো ফলের বার্তাবাহী।
নিষেধ ভ্রূকুটি পথে অজাগরী দুপাশে জঙ্গল,
শঙ্কিত চলার ছন্দে নগ্নপদ ডুবে যায় পাঁকে,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে শিয়াল কুকুর প্যাঁচা ডাকে,
এপথ পেরুলে জানি আছে শান্তি ইপ্সিত মঙ্গল।

চলায় পথের সৃষ্টি, মতের স্পন্দন কথা বলা
যে স্পন্দনে থেমে যায় স্তব্ধনীল মৃত্যুর পরিধি।
সচল জীবন চিরপ্রগতির দীপ্ত অনুগামী,
ভাঙ্গা গড়া ওঠাপড়া প্রাণের স্বধর্ম পথ চলা।
প্রগতি যুগের ক্ষিপ্র পথিকেরা রহস্যবারিধি
তোলপাড় ক'রে তোলে, স্পীডের চেতনা বড়ো দামী।

অমলকে

অমল, কাঁচের গেলাস ভাঙলে এরকম রাগ করতে নেই,
চশমাটা হারিয়ে যাবে, বুকপকেটের টাকা চুরি যাবে ট্রামে।
তবুও প্রসন্ন থেকো হে অমল, রাগের কি কোনো মানে হয়?
আসবাব, তোরণ, বাক্স, মেরাপ, মেরজাই থেকে হায়
প্রতিটি মুহূর্তে তুমি সরে যাচ্ছো হে অমল,
মুহূর্ত তো হাতুড়ির ঘা—পেরেকের মতো এ জীবন
তিলে তিলে ঢুকে যাচ্ছে অন্ধকার মৃত্যুর গহ্বরে।
অতএব হে অমল, কিছুই হারাতে তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না।

কার্যকারণ

আমার বন্ধুটি কেবলি বাসাবদল করেন—
আজ কালীঘাটে, কাল দমদমে, পরশু উত্তর পাড়ায়।
ঘরের আসবাবগুলো সরান নড়ান প্রতিদিন—
সাজিয়ে রাখেন রোজ বিভিন্ন কায়দায়। কখনো কামান
দাড়ি গোঁফ, পোষাকে সজ্জায় হন ফিট্‌ফাট্‌ বাবু।
কখনো দাড়িতে গুম্ফে ময়লা পোষাকে মুগ্ধ আত্মভোলা কবি।
আমি তাকে বললাম, আপনি পারেন না থাকতে বেশিক্ষণ
এক অবস্থায়। কেননা আপনার মন ভীষণ অস্থির।
নিশ্চয় একটি স্ত্রীতে আপনি সন্তুষ্ট নন, বহু প্রেয়সীর কণ্ঠে
অকুণ্ঠ কণ্ঠীর মতো থাকেন নিশ্চয়। ভদ্রলোক হাসলেন
এবং বললেন, শুধুই কাজের মধ্যে চেনা যায় কি আসল মানুষ ?
কাজের পশ্চাদ্‌বর্তী কারণ খুঁজবেন। আমার নিজস্ব সখ নেই,
আমার কাজের মধ্যে মূর্ত ইচ্ছা বা সখ নিরীহ স্ত্রীরই ;
একক স্ত্রীরই সখে একাধিক বাসাবদলের কষ্ট মানি।

রোগী

মৃত্যু তো নাছোড়বান্দা। কবিরাজ কুস্তিগীর সব
মৃত্যুকে সেলাম ঠুকে একেবারে কড়ায় গণ্ডায়
হিসেব চুকিয়ে দেয়। কুপোকাত মৃত্যুর ডাণ্ডায়
পোদ্দার পল্টন পাজি দার্শনিক দস্যু সাকী স্তব।
মৃত্যুর ফণার নীচে কম্পমান এই কৃশকায়া
মায়ায় বেঁধো না বঁধু। মধু নেই বুকের কোটোয়,
সঙ্গমের আশা নেই রেখাকীর্ণ হাতের চেটোয়,
নতুন বন্দর খোঁজো। কেন জীর্ণ জাহাজের মায়া?

পুরণো প্রেমের পত্রে খোকনের দিও দুধ জ্বাল,
লোপ করো স্মৃতিচিহ্ন। স্মৃতি শুধু করে দিশেহারা।
যে মৃত্যু সম্পূর্ণ ছেদ অসম্পূর্ণ প্রেমের খেলায়
তারই পায়ের শব্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় মায়াজাল।
রেখো না সম্মুখে সখি আদিগন্ত স্মৃতির সাহারা,
বরং নতুন কোনো বাঞ্ছিতকে দোলাবে গলায়।

ইন্দ্রিয়ের দরজা

মনও ইন্দ্রিয়,
ছয়টি ইন্দ্রিয়-অশ্বে মানুষের পরিক্রমা হায় আমরণ!
অসংখ্য বস্তুর স্তূপে ঘুরছে মানুষ
প্রকাশ্যে অথবা চুপে চুপে।
এই ত্বক্ ত্বকের ভিতরে স্পর্শ খোঁজে।
হায় স্পর্শ-অভিলাষ!
আসঙ্গে ধর্ষিতা নারী স্পর্শে পায় বড়ো হর্ষসুখ।
হাজার হাজার বস্তু, বস্তুর বাজার দিকে দিকে,
কিন্তু হায় প্রতিটি বস্তুর আছে কোথায় কারবারী?
সমস্ত বস্তুর কেউ স্বত্বাধিকারী হতে পারে না জগতে।
সমাজ উঁচিয়ে বিষদাঁত,
বিবেক তো কঠিন করাত,
অতএব খুশিমতো স্পর্শের সীমনা
বাড়ানো যাবে না।
কিন্তু যাকে স্পর্শ করা অসম্ভব হয়
তারও রূপের জেল্লা পান করি চোখের ঝিনুকে।
যার দেহ আসবে না হাতের মুঠোয়
তারি মন চুরি ক'রে হয়তো কাটাতে পারি—
সমস্ত জীবন।
সম্ভোগের পথে
একটি ইন্দ্রিয় ব্যর্থ হলে
অন্য এক ইন্দ্রিয়ের গোপন দরজা
হাট ক'রে খুলে দিতে পারি।
ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে চৌর্যবৃত্তি চলে অনায়াসে।
কিন্তু হায়! আমার স্বগৃহ থেকে
আমারও বুকের রত্ন চুরি হয়ে যায়।
কেননা সবাই
জন্মসূত্রে সঙ্গে নিয়ে আসে

ইন্দ্রিয়ের শানিত তীক্ষ্ণ ছুরি।
অতএব সবই আমার
অথচ কিছুই নয় একান্ত আমার।
আমার প্রাণের প্রিয়তমা
যার চোখে চোখ রেখে প্রতিদিন বলেছি বিশ্বাসে—
'এ চোখ আমার'
তারও তো চোখের আরক
অন্য কারো লুব্ধ চোখে চুরি যেতে পারে।
হায়, আমার প্রিয়তমাও সম্পূর্ণ আমার নয়!
কেউ তার প্রিয়তমাকে সম্পূর্ণ নিজের বলতে পারেনা-
এ অমোঘ নিষ্ঠুর সত্য
জানি সারাৎসার,
তবু কেন ইন্দ্রিয়ের সব দরজা খোলা রেখে
চেয়েছি সংসার?

নারীর মন

নিঃসঙ্গ যুবক এক
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের বশে
শুধালো একটি যুবতীকে—
এই প্রগতির যুগে
মন খুলে ভালোবাসতে কেন এতো লেট্ ?
এ যুগে রকেটে চড়ে মানুষেরা চলে গেছে চাঁদে,
তুমি কেন মন দিতে কেবলি জড়িয়ে পড়ো
ভাবনার ফাঁদে ?
যুবতী হাসলো মৃদু, বললো—জাদু জানতে হয়
খুঁজে পেতে নারীদের মনের সিক্রেট্।
দূরে বহুদূরে ঐ আকাশের জ্যোতির্ময় চাঁদ,
বিজ্ঞান করেছে জয় ঐ দীপ্ত আলোর প্রাসাদ।
কিন্তু কে নাগাল পায় নারীদের ?
হায় আয়রণি অফ্ ফেট্ !
প্রেমের জগতে তুমি নিদারুণ অনভিজ্ঞ,
মুগ্ধ শিশু খোকা,
ভালো নয়, ভালো নয় এরকম প্রেম এক বোকা।
আপাতত মন থাক্—এই নাও, এনেছি তোমার জন্যে
রঙীন চক্‌লেট্।

আসি ব'লে চলে গেলো

আসি ব'লে চলে গেলো সেই নারী, এলো না সে আর ;
বলেছিলো, 'ভালোবাসি', নশ্বর প্রেমের তা কি সান্ত্বনা বিলাস ?
সান্ত্বনার ভাষা দিয়ে হায় প্রতারণা লুট ক'রে গেছে আমার যৌবন !
ছলনার ছদ্মনাম ভালোবাসা, প্রতারণা সয়ে সয়ে বুঝেছি ঈশ্বর ।

করেছিলো সে রমণী কামনাকে ক[illegible] কাম থেকে রমণীয় প্রেম
ফুটিয়েছে সেও। রেখে গেছে স্মৃতি স্বপ্ন, কানে বলা মনের কামনা।
এলো না সে, অথচ এলো না। হায় প্রেম ! তুমিও অধীন হতে পারো
কাঞ্চনমূল্যের ! তুমিও কি কাম আর কামনার ক্লিন্ন পারাবার !

সেই সহচরী খুঁজে বেড়াবো না, মন্দির পড়েছে ভেঙ্গে হায় !
সেইখানে বাসস্থান গড়া ভুল, ভুলের ত্রিশূলে আমি বিদ্ধ হয়ে বুঝেছি ঈশ্বর,
বিচ্ছেদের কারাগারে কেন কাঁদে প্রেমিকের অসম্পূর্ণ আমি, প্রেমিকেরা
কেন ভোগে হৃদয়ের গভীর অসুখে। বুঝে গেছি, ভালোবাসা আগুন ঈশ্বর।

কারো সহচরী নাই, আসঙ্গের ক্ষুধা নিয়ে আমরা বৃথাই খুঁজি
প্রাণ সহচরী। রূপের পশ্চাদ্‌গামী আমাদের প্রেমিক চেতনা
কাতর ক্রন্দনে ক্লান্ত, একান্ত নিজের ব'লে কোনো কিছু নাই,
ভালোবাসা সুখের সংলগ্ন হয়ে কবে ঘর বেঁধেছে, ঈশ্বর !

ভালোবাসা

সুশ্বেতা, সর্বত্রই আমি
গাম্ভীর্যের বর্ম পরে থাকতে পারি,
কেবল তোমার কাছে গাম্ভীর্য আমাকে মানায় না।
ভালোবাসা মানেই তো শৈশবে ফিরে যাওয়া—
তোমার কাছে কী নির্বোধ ছেলেমানুষি ক'রে
আমি ধরা পড়ে যাই।
সুশ্বেতা, আমি কোনো দিন ভালো হতে পারবো না।
ভালোমানুষি আর ছেলেমানুষি কি একসঙ্গে থাকতে পারে?
ভালোবাসা মানে ছেলেমানুষি, ছেলেমানুষি মানে পাপ।
পাপও সুন্দর হতে পারে—স্বাভাবিকতাই সৌন্দর্য।
উলঙ্গ শিশুরা সর্বাঙ্গে ধুলো মেখেও কেমন স্বাভাবিক এবং সুন্দর।
পাপের শয্যায় ভালোবাসা কেমন দুষ্টুমি ক'রে শুয়ে থাকে,
অথচ স্বাভাবিকতায় কেমন সুন্দর সে!
ভালোবাসা প্রকৃতির লালনে লালিত।
সুশ্বেতা, তোমার সঙ্গে ছেলেমানুষি ক'রে পাপের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারি শৈশবের স্বর্গে।

ভালোবাসা আগুন, ভালোবাসা দমকল

আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই, বাসি এবং বাসবো।
কানের কাছে কসরৎ করুক
সামাজিক পাণ্ডাদের কূটকচালে বুলি।
সমাজের ঊষর মরুভূমিতে ভালোবাসা ক্যাক্টাস্।
অন্ততঃ যতোদিন যৌবন
তততোদিন আমাদের ভালোবাসা অপ্রতর্ক্য,
চলাফেরা অসতর্ক।
ততোদিন রূপের পাথারে ডুবিয়ে রাখবো আঁখি,
মুখের কাছে চাই সুরা, বুকের কাছে চাই সাকী।
ভালোবাসা আগুন, ভালোবাসা দমকল।
যৌবনের ভূগোলে ভালোবাসা আমার কীর্তিনাশা নদী,
ভালোবাসা তোমার কাছে পৌঁছোবার একটিমাত্র সাঁকো।
যৌবন ফুরোলেই ভালোবাসা ফুরোয়
কিংবা ভালোবাসার নদী শুকিয়ে গেলেই
যৌবনের ভূগোল পাল্টাতে পাল্টাতে বার্ধক্যের মরুভূমি।
আমিও একদিন বৃদ্ধ হবো,
হারিয়ে যাবে আমার ভালোবাসা।
তখন কি আমি হরিভক্তির উটে চড়ে
পেরোতে যাবো বার্ধক্যের মরুভূমি?
না, কৈবল্যের কল্পনা কবির কাছে কৈতব।
তখন আমি খুঁজে বেড়াবো
আমার ভালোবাসার পুণ্যতোয়া নদীকে।
হারানো যৌবনের স্মৃতির জাবর কাটবো।
তাতে সমাজশুদ্ধ লোকই হয়তো
এক সঙ্গে একটা উপহাসের বিস্ফোরণ ঘটাবে।
তা ঘটাক, ভালোবাসা আগুন, ভালোবাসা দমকল।

ভালোবাসার মানে

ভালোবাসার মানে
অতি মধুর
নিসর্গজ ভুল,
হৃদয় নামক ঘরের কোণের
আঁকড়ে থাকা ঝুল্।

ভালোবাসার মানে
খেলতে গিয়ে
খেলাভাঙ্গার খেলা
মৌমাছিকে সরিয়ে দিতে
মৌচাকে ঢিল ফেলা।

প্রকৃতির পৌরোহিত্যে

এই তো প্রথম দেখা, আগে তো দেখিনি কোনোদিন ;
আগে যদি দেখা হতো ছিন্নতার এই মনোবীণা
খুঁজে পেতো অন্য সুর। সবাই তো বিধির অধীন,
তাই দেখা হয়নি তো ; তুমি হলে বধূটি নবীনা
অন্য কোনো যুবকের। মাত্র এই কটা দিন আগে
বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছো সামাজিক মতে।
আগে যদি দেখা হতো এই দেহ মুগ্ধ অনুরাগে
জাগাতো তোমার মোহ, তুমি ঠিক অর্ধাঙ্গিনী হ'তে।

সমাজবিরোধী কথা ? তা হোক্ নবোঢ়া পত্নী শোনো—
আমারি দোসর তুমি। দৃষ্টি বিনিময়ে দেখি আজ,
অনন্ত দাম্পত্যে যেন অনাদি কালের স্রোতে কোনো
আমরা চলেছি ভেসে — জানে না তা অবোধ সমাজ।
প্রকৃতির পৌরোহিত্যে আমাদের বিবাহবন্ধন,
তবু মাঝখানে রবে পর্দার আস্পর্ধা আজীবন।

তবু তুমি মনের মতো

তোমার প্রেমে ম্লেচ্ছ আমি—
ছড়ায় কেচ্ছা সাচ্চারা।
তবু আছি
কাছাকাছি
• করেছি কি কাছছাড়া?
প্রেমের জন্যে খারিজ করি
সব খিলাৎ,
আখছাড়ই তো তুচ্ছ করি
কুল, বিল্কুল ওয়াশীলাৎ।
হিসেবী লোক হাসুক,
প্রেমের গোপন কথা ফাঁসুক,
ভালোবাসায় ভাসতে আমার গয়ংগচ্ছ ভাবটা নাই।
ভালোবাসাও কৃচ্ছ্রসাধন স্বচ্ছ মনের কারখানায়।
তোমার সঙ্গে হলেই আড়ি
মুখখানা মিশকালো হাঁড়ি
ভাব হলে কি ভাবনা বিলীন?
মিলন হতেও পারে মলিন।
ভালোবাসা শাঁখের করাত
প্রেমিক, তুমি বন্য কিরাত—
বাণ মেরেছো বিষমাখা;
বিষে কি যায় হুঁশ রাখা?
ভালোবেসে লাভ কিছু নেই,
ক্ষতি শুধু—মনটি ক্ষত;
তবু তুমি মনের মতো।

অমর্ত্য রূপসী

আকাশের ঘন নীলে চুম্বনের দাগ
অমর্ত্যলোকের কোন্ রূপসী রেখেছে।
রেখেছে সে হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ,
তাকেই তো চাঁদ নামে কবিরা ডেকেছে।

ঝিল্‌মিল্ নেশা যেন হঠাৎ খুশির
মেঘের শাড়ির ফাঁকে চকিত ঝলক।
ওটা যেন কচি হাত সেই রূপসীর,
আসলকে ধ'রে ফেলে কবিদের চোখ।

রোদের সোহাগ পেয়ে করে ঝিল্‌মিল্
সবুজের প্রাণছোঁয়া ঘাসের শিশির।
কবিরা প্রশ্ন তোলে গাঢ় স্বপ্নিল—
শিশির কি কান্না নয় সেই রূপসীর ?

অবশেষে এলো ঘুম

অবশেষে এলো ঘুম। হিসেবের খাতা আর ফাইলের স্তূপে মাথা রেখে
কেরাণী ঘুমিয়ে গেলো ক্লান্ত সৈনিক। তারপর নিঝুম ঘুমের দেশ থেকে
আসে ধীরে মায়াবী স্বপন। স্বপ্ন ছাখে সর্বহারা রিক্ত করণিক—
সে এক রাজ্যের রাজা। আজ্ঞাবহ তার লক্ষ কোটি প্রজা আর অবাধ্য সৈনিক
মাথায় মুকুট তার, প্রাসাদের মুক্তামণি করে ঝল্‌মল্‌,
সমস্ত ছুনিয়া তার পদভরে যেন টলমল।
সে স্বপ্ন গড়িয়ে চলে আরো দূরে—বহুদূর! তারপর! আহা তারপর!
বেরসিক বেয়ারাটা সহসা ঝাঁকুনি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে সব—
ভেঙ্গে ফেলে স্বপনের সৌধ আর কেরাণীর এতোটুকু ঘুম ছুর্লভ!
দেখলো সে, মাথায় মুকুট নেই, মাথা তার ফাইলের 'পর।
স্বপ্ন যাতু—মিথ্যে মরীচিকা! বাস্তব যে ভেঙ্গে দেয় সাধের স্বপন!
কেরাণীর মনে জাগে সহসা এ পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা,
ছুর্বিসহ জীবনের গ্লানি আর বেদনার কথা;
উঁকি দেয় প্রেয়সীর জীর্ণ শাড়ি, শীর্ণ মুখ, অভুক্ত খোকন।

কবিতা কখন্ লিখি

দিনে করি মাষ্টারী, রাতে সাজি টিউটর্
নইকো মন্ত্রী আমি, নই কোনো অডিটর্।
মাইনে সামন্যই বলে রাখি পষ্ট—
বাম হাত বাড়াইনে, তাই এতো কষ্ট।
খাদ্যের তালিকায় ডাল ভাত পোস্ত,
সবাই এড়িয়ে চলে, কারো নেই দোষ তো।
দীনভাবে দিন যায়, দিন দিন বাড়ে ঋণ,
দুর্ভিক্ষের দেশে দুঃসহ দুর্দিন।
প্রেয়সী শীর্ণ হয়, দেহে তার ক্লান্তি,
ব্যাধেরা ছেয়েছে দেশ—নেই দেশে শান্তি।

হিসেব যতোই করি হিসেবের গড়মিল,
প্রেয়সীর মুখভার, চিন্তার কিল্‌বিল্।
লেখাপড়া ক'রে হায় যেতে বসে গর্দন
যেহেতু করি না শুধু তৈল যে মর্দন।
হেসো না, এমন দিনে কবিতায় রাখি সখ,
খোরাকটা কবিতার প্রেয়সীর বক্ বক্।
কাঁকর চিবিয়ে পাই কবিতার ছন্দ,
ভাবে ও ভাষায় পাবে জীবনের দ্বন্দ্ব।
জীবনটা স্বপ্নের ঝালরেই ঝিল্‌মিল্,
কবিতা কখন্ লিখি? জীবনে যে নেই মিল।

মুখোশের অন্তরালে

হে ঈশ্বর, মুখোশের অন্তরালে মুখ ঢেকে আমি আর
সভ্য হবো নাকো। প্রগতির প্রচণ্ড দংশনে মরি,
সভ্যতার অন্তরালে আরো মারাত্মক হয় পাপের পাহাড়,
যন্ত্রদানবের হাতে মনোহর সজ্জিত পৃথিবী
এবং বুটের নীচে গুলীবিদ্ধ ক্ষুধার্ত মানব।
মুখোশের অন্তরালে মুখ ঢেকে আমি আর সভ্য হবোনাকো

প্রগতির ভুল স্বর্গে আমরা সব অদৃষ্টতাড়িত, মগ্ন
নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদনে। দুরাত্মার ষড়যন্ত্রে
যন্ত্র যতো অভিশাপ হয়। বিশ্বের বিজ্ঞান
ক্রীড়নক হয়ে গেলো মুষ্টিমেয় ধূর্ত লোভী
মানুষের হাতে। আজো এই পৃথিবীতে
রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলে। প্রগতির যুগে
বর্শায় বল্লমে যুদ্ধ সম্পূর্ণ অচল।
নতুন অস্ত্রের জন্যে দীক্ষা নেয় পুরাতন যুদ্ধ দানবেরা।
আকাশের চাঁদ ছুঁয়ে আমরা সব বাহবা কুড়াই,
অথচ চাঁদের চেয়ে ঢের বেশি আত্মীয় পৃথিবী
বোমায় বারুদে বসে। নদী ফুল দিগন্তের বৃক্ষশোভা ম্লান,
গণদেবতার অপমান ইতিহাসে যুক্ত করে আজো
জটিল জটিলতর সহস্র অধ্যায়। প্রগতির পথিকেরা
নিষিদ্ধ ফলের ডাকে সাড়া দেয় আজ। হে ঈশ্বর, তাই
মুখোশের অন্তরালে মুখ ঢেকে আমি আর সভ্য হবো নাকো

শ্রমিক

বাটালিতে কুঁদে গড়া পাথরের মুখের আদল
ওদের কঠিন মুখে। বুক বজ্র, বাহুর শাবল
হাতুড়ির চেয়ে শক্ত, রক্তে বাজে সাঁতালী মাদল।

পশুর অসাধ্য শ্রম কেঁদে কেঁদে হয় যে উত্তাল
অজস্র ঘামের নদী ওদের সর্বাঙ্গে চিরকাল।
ওদের শোণিতে জ্বলে সভ্যতার লোহিত মশাল।

ওরাই বাসুকী নাগ, কোনো যুগে প্রাগৈতিহাসিক
পৃথিবী মাথায় নিয়ে আজো ওরা বয়ে চলে ঠিক।
ওরা যদি রুষ্ট হয় পৃথিবী টলবে সাংঘাতিক।

জন্মভূমি

জন্মভূমি, হায় তুমি কবে সুখী হয়েছো বলো তো ?
নাবিক বণিক মগ লুণ্ঠক দস্যুর করতলে
ধর্ষণে মর্ষণে তুমি শুকিয়ে শুকিয়ে পলে পলে
বিবর্ণ বিষণ্ণ রিক্ত। কোটি কোটি সন্তান মূলত:
সিংহাসনে সমাসীন স্বার্থপর সম্রাটের হাতে
যুগে যুগে নিগৃহীত। কতো রাজা বাদশা ও প্রভু
মসনদে এলো গেলো। সন্তান চল্লিশ কোটি তবু
কবে মা দেখেছে বলো সঙ্কটের শর্বরী পোহাতে!

আদিগন্ত ধানক্ষেতে কৃষকেরা হায় জন্মভূমি,
মরা গরু ভাঙ্গা হাল ঠেলে ঠেলে কবে না কেঁদেছে ?
কবে না মড়ক মারী পাকে পাকে তোমাকে বেঁধেছে ?
মা, তুমি খণ্ডিত আজ তুমি কী রক্তাক্ত, হায় তুমি!

গরীবের আত্মকথা

গরীব কিনা।
পান্তা ফুরোয় নুন আনতে,
ডানের কাপড় বাঁয়ে টানতে
ঘাটতি পড়ে—গা ঢাকিনা।
ক্লান্তি জুড়োই গাছের ছায়ে—
দিই না চুমুক গরম চায়ে।
বাবুরা তাই করেন ঘৃণা।

গরীব কিনা।
ঝুট ঝামেলা ঝক্কি ঝড়ে
ঝাঁজড়া ঝামা শরীর পুড়ে—
সন্দেহ হয় দেহই কিনা।
গোলাম সেজে দিন চলে তো,
হামবড়া ভাব নেই ব'লে তো
হামলা দিতে হায় পারি না!

গরীব কিনা।
মরে বাঁচাই দেশ মাতাকে,
হারাম লোকের আরাম থাকে—
আমারা তাতে বাধ সাধিনা।
ছেঁড়া কাঁথা ময়লা চাটাই—
এসব নিয়ে রাত যে কাটাই,
সাদিই করি, সাধ রাখিনা।

গরীব মানে গরুই কিনা।
তাই তো পিঠে অনেক বোঝা,
বোঝার সঙ্গে কেবল যোঝা;
সোজা হওয়ার সুখ জানিনা।
বড়ো লোকের জুতো চাবুক
হাজার গুঁতো ভাঙ্গে যে বুক,
তাও জোটেনা খানা পিনা।

কেন গরীব।

অনেক সয়ে বুঝতে পারি—
কোন্ ডাকাতের আইন জারি
রক্ত শুষে করেছে ক্লীব।
চিরকাল কি চলবো মেনে ?
শোষক বাবু রাখুন জেনে—
রুদ্র রূপও ধরে তো শিব।

জনৈক দেশনেতাকে

গত ইলেক্‌শানে দেখা, তারপর এই—
দ্বারে তুমি আর এক ভোটের মরশুমে।
মুখে সেই মিষ্টি বুলি, যীশু যেন প্রেমে ;
এতো শিষ্ট থাকে শুধু বিয়ের কনেই।

কর্তাভজা কাপুরুষ, ঘুষে তুষ্ট সঙ্‌ ;
কেরামতি ক'রে হলে কীর্তিমান নেতা।
দেশ মাতার মেরুদণ্ডে ধরিয়েছো জং
জাতিকে জবাই ক'রে—সবাই জানে তা।

বন্যা আসে, নামে ধস্‌—ত্যাখো কী পুলকে,
জানো, ভোটে বন্যা বটে বড়ো দরকারী।
জোটে রাজ্যে জীর্ণ বস্ত্র, খুদ কাঁড়ি কাঁড়ি ;
তা-ই ঢেলে জেতো ভোটে মূঢ়ের মুলুকে।

এই খুদ খাওয়া দেশে তুমি ক্ষুদে নেতা
আসুরিক মহিমায় লীলা করো খাঁটি।
ভোটের নিমাই তুমি ভোটে হলে জেতা
দেশকে চোসাও ঠেসে আমড়ার আঁটি।

জনৈক বেকারের উক্তি

বেকারত্ব না ঘোচাতে পেরে
অবশেষে বসলাম রকের আড্ডায়।
যদিও আমার ছিলো—
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কুলের মর্যাদা।
রকবখাটে জাঁহাবাজ শয়তান শঠ
এখন আমার বন্ধু।
আমি বাড়িতে নিরন্ন স্ত্রীর,
বাইরে রুক্ষ পাড়াপড়শীর
কেবল ধিক্কার শুনে শুনে
নিজেকে মানুষ ভাবতে ভুলেছি এখন।
খুব যারা ভালোবাসতো তারাও আজকাল
দেখা হলে না দেখার ভাণ ক'রে সরে যায় দূরে।
আত্মঘাতী ক্রোধ জমা হয়,
রক্তকে বিরক্ত করে বংশ পরিচয়।
তখন হাজার প্রশ্ন, সমস্যা ও কূট তর্কজাল
মগজে গিজ্ গিজ্ করে
মাথা ঘুরে যায়।
কখনো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি,
কখনো বা প্রাণহীন শুকনো হাসি
অধরের কোণে লেগে থাকে।
পারিনে আত্মস্থ হ'তে।
কার দোষ? —শুধু এই মন তোলপাড় করা
প্রশ্ন যায় থেকে।

ঘুমন্ত বাংলা

হায়রে বাঙালী বন্ধু ! তোর বাংলা ভীষণ পাংশুটে,
যদিও শৃঙ্খল গেছে শৃঙ্খলাকে পাবি না তবু যে—
শহরে বন্দরে গ্রামে মাঠে ঘাটে বনের সবুজে
সর্বত্র খুনের রক্ত। কার চোখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ?
মুমূর্ষু মায়ের জন্যে কারো কি অঞ্জলি করপুটে
আন্তরিক প্রেমে বাঁধা ? গাঁ উজাড় যদি ঠগ খুঁজে
নামাবলী খুলে তবে থাকা ভালো শুধু মুখ বুজে,
হায়রে বাঙালী মরে বাংলাদেশে বুলেটে ও বুটে !

নেপথ্যে সক্রিয় জানি মুষ্টিমেয় লুব্ধ কালো হাত,
জরিষ্ণু সমাজ দেহে রক্ত চুষে খায় অনায়াসে।
কিছু কিছু ভণ্ড চোখে অভিসন্ধি অন্তরালে হাসে,
জাতির মরণ ডাকে জাঁহাবাজ কিছু জালিয়াত।
হায়রে ঘুমন্ত বাংলা কতোদিন শুষে তোর বুকে
নৃশংস জল্লাদ শুধু খাবে রক্ত চুমুকে চুমুকে।

দেখছি

রাষ্ট্রনীতির চক্র ঘোরে
বক্রপথে গ্রাম শহরে,
শ্লোগানে শোক পড়ছে ঝড়ে,
মিছিলে মুখ মুক্তি খোঁজে দেখছি।

খাঁটি মানুষ জটিল ফাঁদে,
দুর্বিপাকে দুঃখে কাঁদে,
নকল সোনা সচল খাদে
কার প্রসাদে নয়ন ধাঁধায় দেখছি।

মন্ত্রিদলের মন্ত্রবলে
অফিসে কারখানায় কলে
মরছে মানুষ দলে দলে
কৌতূহলে সজল চোখে দেখছি।

বছর বছর বন্যা আসে,
মায়ের পুত্রকন্যা ভাসে,
আর্ত সেবার চাঁদার ত্রাসে
গৃহস্থদের হৃৎকম্প দেখছি।

ইলেক্‌শানে ইলেক্‌শানে
হায়রে গদীর মদির-টানে
ভাবী মন্ত্রী সবার কানে
কেমন ক'রে মন্ত্র পড়েন দেখছি।

ভোটের সময় সব শস্তা
সোনা রূপা রাঙ্ দস্তা
ঘরে ঘরে চালবস্তা
মস্ত মজার ভোটরঙ্গ দেখছি।

ভোট পেরোলে দেশের নেতা
কার জন্যে কে জানে তা,
খড়্গহাতে ভোট বিজেতা
জোট পাকিয়ে গলা কাটেন দেখছি।

কোলকাতাতে ফুটপাথে হায়
কঙ্কালেরা শঙ্কা জাগায়,
নর্দমাতে খুদ খুঁজে খায়
বিপযস্ত বিবস্ত্র নর দেখছি।

চোরাকারবারীরা মারছে মানুষ,
ভিক্ষে বিলায় মার্কিন ও রুশ,
দেশ নেতারা ভাবের ফানুস,
বেহুশ যতো দুশমনদের দেখছি!

হায় দেশে নেই দেশরক্ষক,
যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক;
অভুক্ত নর, সৎ শিক্ষক
ধর্মঘটে মাথা কোটেন দেখছি!

গণতন্ত্রের অন্ত্রে ব্যাধি,
সবাই ষড়যন্ত্রবাদী,
কোন্ আশাতে বুকটা বাঁধি?
জাহান্নমে দেশটা যাবে দেখছি।

সশস্ত্র পশু

জন্মের ওপর কারো হাত নেই,
কুচক্রী ইয়াহিয়া হতে পারতো
পূর্ববাংলার একজন মৎসজীবী
কিংবা ভারতবর্ষের কোনো অখ্যাত ফেরীওয়ালা।
জন্মের ওপর কারো হাত নেই,
মানুষের আয়ুষ্কালও ভীষণ সীমিত।
তবে কেন পাকিস্তানের সীমারেখা নিয়ে
ইয়াহিয়ার এমন পাশবিকতা?
মোহান্ধ মানুষ এইরকমই হয়,
এরকম অন্ধতা নিয়েই সে অতীতকে উপেক্ষা করে,
ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে না।
ক্ষমতা হাতে পেলেই এরা সশস্ত্র পশু।
আর এরাই তো বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়
বুদ্ধ-চৈতন্য-যীশু-কনফুসিয়সের আদর্শকে।
তাই মুজিবের অনুগামীদের রক্তে
লাল হয় পৃথিবীর মাটি।
রাজনীতির সীমারেখায় খণ্ডিত পৃথিবীতে
হিংস্রতায় অন্ধ ইয়াহিয়া
নির্বিচারে হত্যা করতে পারে সাত লক্ষ বাঙালীকে।
অথচ ভাবতেই পারে না যে,
সারা পৃথিবীর ভূগোলরেখায় পরিব্যাপ্ত
যে কোনো মানুষের জন্মভূমি—তার স্বদেশ।

কতো রক্ত দিতে পারে ঢাকা

রক্ত বমি
ঝরে হরদমই
কৃষকের শ্রমিকের
আমাদের নিরীহ বুকের।
কোটি কোটি ক্লিষ্টপ্রাণ কটিতট বন্ধন বিহীন
কাঁদে প্রতিদিন।
হানাহানি হৈ চৈ,
শান্তি কই ?
পদে পদে বিপদ সন্ত্রাস,
বুর্জোয়া বুজরুকি দেয়, উজবুকের ওঠে নাভিশ্বাস।

রক্ত বমি করে
গ্রামে ও নগরে
মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রমিক।
সে রক্ত ব্যাদিত মুখ রাহু হবে ঠিক।
কালো হাত, ক্লিন্ন কালো টাকা
কতো রক্ত দিতে পারে ঢাকা ?
জরিষ্ণু সমাজ জ্বলে, জাগে সারা দেশ ;
জাঁহাবাজ শয়তানের খোলে ছদ্মবেশ।
মিছিলের শত নদী শ্লোগানে মুখর,
বিক্ষুব্ধ সত্তর বুঝি সংক্রামক ঝড়।

রাজনীতির চেহারা

ভাবিনা দেশের কথা,
বিব্রত কেবল
দলীয় স্বার্থতে।
দলের জন্যেই করি কেবল কোন্দল,
বেঁচে আছি দেশের অর্থতে
গলাবাজি করি রোজই ময়দানে মিছিলে,
জোট বেঁধে ভোট চাই গণদেবতাকে।
অবশেষে ইলেক্‌শানে যদি গদী মিলে
তিলে তিলে শুষে খাই স্বদেশমাতাকে।
অন্তরে ভীষণ ভণ্ড, পাষণ্ড আচারে,
আগুন লাগলে ল্যাজে লঙ্কাকাণ্ড বাধাই অচিরে
বাম হস্ত প্রসারণে চাটুবাক্যে পটু,
বাড়ি গাড়ি করি ব'লে লোকে বলে [illegible]টু।

জনগণের দেশ

বুর্জোয়ারা বলেন,
ভগবানের ইচ্ছেতে
সব হয়।
হাওয়া
ভাগ্যবানের অনুকূলেই বয়।

বুর্জোয়ারা বলেন,
চিরকালের রীতিটা
ভুল নয়।
মানুষ
উল্টো পথে হাঁটলে পাবেই লয়।

বুর্জোয়ারা যা চাইবেন
তা কি পাবেন চিরকালই?
পাবেন না নিশ্চয়।
ক্ষেপলে হাওয়া উল্টো দিকেই বয়।
জনগণের বসুন্ধরা,
জনগণই পাল্টাবে তার বেশ।
জনগণের দেশ
জনগণের দেশ
জনগণের দেশ।

মানুষ

মশায়, বলুন দেখি, নিখুঁত মানুষ আছে কেউ ?
যারা সামাজিক সাধু তারা মেকি মানবিকতার
জীবন্ত প্রতীক শুধু। নিয়ম না মানা কোনো ঢেউ
রূপান্তর ঘটায় না সাধুদের মানসিকতার।
এইসব অতি সভ্য ভদ্রভব্য কাপুরুষদল
নিজেদের সাধু ভেবে যে আত্মপ্রসাদ নিয়ে থাকে
তাতেই তো অন্ধ ওরা, অন্ধ মানে বাঁধা রাস্তাটাকে
নির্যাতিত মানুষের স্বার্থে ওরা করে না কোঁদল।

মশায়, বলুন দেখি, মানুষ বলতে কী বোঝায়,
পাপী তাপী বেয়াদব নীতিভ্রষ্ট দুর্ধর্ষ মানুষ
প্রত্যেক মুহূর্তে যারা অনুতাপে আত্মজিজ্ঞাসায়
আত্মাটাকে বিদ্ধ করে, ভেঙ্গে ফেলে ভাবের ফানুস
তারা কি কখনো মেকি ? গূঢ় অর্থে মানুষ এরাও,
এদের নরকে দিলে দেবতারা হবেন ঘেরাও।

বৈষম্য সরিয়ে দাও

দেয়াল বিচূর্ণ ক'রে ঘরে দূরে দুর্ধর্ষ হানায়
বৈষম্য সরিয়ে দাও। তা না হলে দুর্বাসা বাস্তব
পণ্ড ক'রে দেবে ঠিক গণ্ডীটানা ফন্দী যতো সব।
দুনিয়া দুলিয়ে দাও উলঙ্গ আলোর মোহানায়।
বুঝে নাও, কারা ছ্যাখে অন্ধকার পুরণো খাঁচায়—
মৃত্যুর ভিতরে মুক্তি, জন্মের ভিতরে শুধু পাপ,
'জীবন' শব্দের মানে কার কাছে হলো অভিশাপ।
কার অভিধানে কোনো ভেদ নেই মরা ও বাঁচায়।

'পাপপুণ্য' এসবের পুরাতন ব্যাখ্যা যাও ভুলে,
দৃষ্টি স্বচ্ছ ক'রে ছ্যাখো—জীবনের সঙ্গে জীবনের
আদিগন্ত দুনিয়ায় কোনো মিল নেই কোনোখানে।
কে পাপী কে পুণ্যবান, কার রুটি কে যে নেয় তু'লে,
অনিবার্য পাপ ছাড়া কার পথ আত্মহননের,
কার পুণ্য কতো মেকি—তুখড় দ্রষ্টারা সব জানে।

বেকারের বিড়ম্বনা

বউটি আমার অনাহারে
কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে
প্রত্যহ সে পেটের ক্ষিদে
ঘুমের মধ্যে লুকিয়ে বাঁচে।
বউটি আমার ঘুমিয়ে আছে।
অনেকক্ষণ তো ঘুমিয়েছে সে!
তবে কি হায় চিরকালের ঘুমই তাকে
করলো চুরি!
এখন তবে লাভ কি হবে বেঁচে থেকে?
বিকারগ্রস্ত বেকার জীবন কাদের শিকার?—
সমাজশুদ্ধ লোকের কাছে প্রশ্ন রেখে
এখন আমি নিজের বুকে বসাই ছুরি।
কিংবা এখন স্মরণ করি
শরণালয় সুরার দোকান,
মাতাল এবং বেহুঁশ মনের সাক্ষী শুঁড়ী।

তুমি কোলকাতা

কালই তোমার বুকে দেখেছি তো
প্রশান্তির ছায়া,
শ্লোগানে গর্জনে আজ
সহসা মুখর কেন ?
হেঁটে চলে লক্ষ মুখ মিছিলের কায়া।
কারো কাছে
রাত্রের দুঃস্বপ্ন তুমি,
কেউ বলে, তুমি শুধু
মিছিল নগরী।
তোমার বুকের মধ্যে যেখানেই যাই
বারুদের ফল্গুধারা। যেন কার
টলে সিংহাসন
আর ভাঙ্গে জারিজুরী।
বেকার বিকারগ্রস্ত
পঙ্গু জীবনের বুকে
জিগীষা জিগির।
হ্যাণ্ড বোম
এবং বুলেট আজ মুখোমুখি তোমার বুকেই—
সংগ্রামের রক্তে তুমি স্নাত।
মনে হয়, তুমি এক
হাসপাতালে শুয়ে,
আপাদমস্তক বাঁধা শুধুই ব্যাণ্ডেজে।
তবুও বাঁচতে চাও
বেঁচে থাকো
তুমি কোলকাতা।

প্রগতির কোলকাতা

যাস্‌নে রে কোলকাতা, সব দেশে যাস্‌--
এরকম উপদেশ শুনি হামেশাই।
যারা মরে বেঁচে থাকে তাদের নিবাস
কোন্‌খানে হতে পারে বলুন মশাই।
আগুনের লাল ফণা, মরিয়া মিছিল—
এসবের মাঝে আছি কোলকাতাতেই।
প্রগতির কোলকাতা অতি অনাবিল,
কোলকাতা ব্যস্ত নয় ভোল বাঁচাতেই।

যাস্‌নে রে কোলকাতা, সব দেশে যাস্‌—
উপদেশ অর্থহীন। ওহে মন্ত্রদাতা,
অমোঘ নিয়মে আজ মানবেতিহাস
সারা দেশ জুড়ে তার ওল্‌টাবে পাতা।
মাথা ব্যথা হলে কবে কোন্‌ কবিরাজ
উপদেশ দেন মাথা ছেঁটে বাদ দিতে?
কোলকাতা যেন মাথা—তারি জন্যে আজ
আমরা দাঁড়িয়ে আছি বারুদ বেদীতে।

শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মার

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ব্যথার নূপুর সম্পর্কে ঃ

পরমানন্দ সরস্বতী—আপনার কবিতার ভাব ও ভাষা অন্তরকে স্পর্শ করে, ছন্দের বৈচিত্র্যেও আকর্ষণীয়। কবিতাগুলোতে এমন একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে যা মনকে শুধু তৃপ্তি ও আনন্দ দেয় না—একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন আত্মিক জগতের দিকে নিয়ে যায়। এটা কবিচিত্তের একটি বিরল গুণ। কবিতা অনেকে লেখেন—কিন্তু জীবনকে শিল্পময় করার সাধনা ক'জনের মধ্যে আছে ? সভ্যতা এখন অস্থির—ক্ষুধা, ঘৃণা, মৃত্যুর তাড়নায় আশ্রয়হীন মানুষ,—আশ্রয়হীন তার মন। কোনো বড় আদর্শের গভীরে তার জীবনের মূল আবদ্ধ নয়। এখানে আপনি ব্যতিক্রম। আপনার মধ্যে একটি শান্ত স্থির কল্যাণ আলো,—সকল মানুষের প্রতি একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-বোধ রয়েছে। এই মহৎ প্রাণধর্মই মানুষকে মহৎ কবি করে—আপনি তার উত্তরাধিকারী।